দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... JAN-03.2000 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

হাজার বছরের বিশ্ব

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আমাদের প্রিয় গ্রহ পৃথিবী দুই সহস্র বছর পার করে পা রাখছে তৃতীয় সহস্রাব্দে। বিগত এক হাজার বছরে বেশ কয়েকবারই আশঙ্কা করা হয়েছে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং নতুন এক আলোকিত আশার সঞ্চার করে আবির্ভূত হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দ। এই নতুন সহস্রাব্দে পা রাখার আগে আমরা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে হিসাব মিলিয়ে নিতে পারি পার হয়ে আসা সহস্রাব্দটির। ইকোনমিস্ট পত্রিকা অবলম্বনে এই হিসাবটি করেছেন **চন্দন সরকার**

এখন সারা বিশ্বের নিয়ন্তা হচ্ছে মুদ্রা ব্যবস্থা। মুদ্রা ব্যবস্থায় কাগজের নোট বড় মাধ্যম। এই কাগজের নোট প্রথম চালু হয় চীনে ১০২৪ সালে। এর অনেক পরে একটি সুইডিশ ব্যাংক ১৬৬১ সালে এই পথ অবলম্বন করে।

প্রথম ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের সূত্রপাত ঘটে এই সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে। এর মধ্য দিয়ে ১০৯৯ সালে মুসলমানদের হাত থেকে খ্রীস্টানরা জেরুজালেম দখল করে। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে গাজী সালাহউদ্দিন তা আবার পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৫৩ সালে তুর্কী মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয় আর সেখানে মুসলমানদের সর্বশেষ রাজ্য গ্রানাডা খ্রীস্টানরা দখল করে নেয় ১৪৯২ সালে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয় প্রথম ১১০০ সালে প্যারিসের বোলোনায়। এই শতকের প্রথম দিকে ব্রিটেনে স্থাপিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর ক্রমান্বয়ে স্থাপিত হয় ১২১৮ সালে সালামাঙ্কা, ১৩৬৬ সালে জার্মানির হাইডেলবার্গ ও ১৬৩৬ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

ত্রয়োদশ শতক ছিল দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সেনাবাহিনীর বিজয়ের যুগ। ১২০৬ সালে তারা সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে তারা তাদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। ১২৭৯ সাল নাগাদ তারা সমগ্র চীন দখল করে নেয়। তবে ১৩৬৮ সালে চীন পুনরায় চীনা রাজবংশের আয়ত্তে চলে আসে। এরপর ১৩৮০ সালে রাশিয়ান বাহিনীর কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিম প্রান্তে মোঙ্গলদের পিছু হটা শুরু হয়।

দূর সমুদ্রযাত্রায় চুম্বক কম্পাসের অবদান অনস্বীকার্য। এটি প্রথম উদ্ভাবিত হয় চীনে। ১২৫০ সালে ইউরোপীয়রা প্রথম এর ব্যবহার শুরু করে দূর সমুদ্রযাত্রায়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর কিংবদন্তিদের মধ্যে সিমাবু জন্মগ্রহণ করেন ১২৫১ সালে। দান্তে ১২৬৫ সালে, পেত্রার্ক ১৩০৪ সালে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালে, মেকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালে এবং মাইকেল এঞ্জেলো ১৪৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে ইউরোপীয় রেনেসাঁর।

১৩০৪ সালে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ঋণ খেলাপী হলে ব্যাপক আর্থিক ধস নামে ইউরোপে। কিন্তু তারপরও ইতালিয়ান ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়।

১৩৪৭ থেকে ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সারা পৃথিবীতে ব্যাপক মহামারী হয়। এতে প্রচুর লোক ক্ষয় হয় এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়। অন্যদিকে ইউরোপে মারা যায় প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন। প্রথম ছাপাখানায় মুভেবল টাইপে বই ছাপা হয় ইউরোপে ১৪৫৭ সালে।

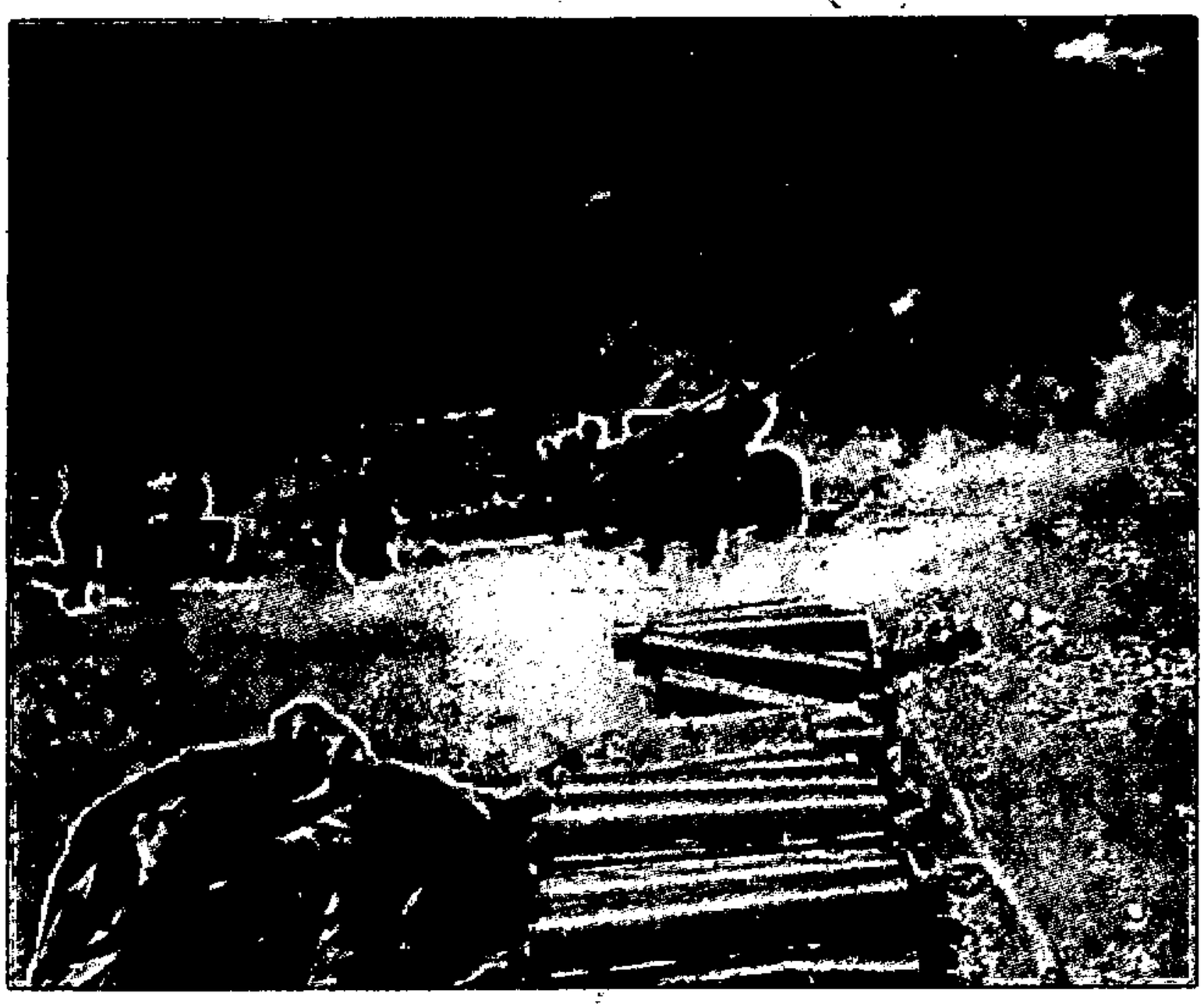

এ পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে চার বার

১৪৯২ সালে খ্রীস্টোবল কোলন আটলান্টিকে পাড়ি জমান। ১৫১৯ সালে স্প্যানিশ বাহিনী প্রথম মেক্সিকোর একটি এজটেক রাজধানী দখল করে। আর লাতিন আমেরিকা ইউরোপের হাত থেকে স্বাধীন হতে শুরু করে ১৮১০ সালে থেকে ২৫ সালের মধ্যে।

১৫১৭ সালে মার্টিন লুথার উইটেনবার্গের একটি চার্চের সামনে পাপালের সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর ৯৫ তত্ত্ব হাজির করেন। আর এর মধ্য দিয়েই পশ্চিমা খ্রীস্টান ধর্মের মতবাদ বিভাজিত হতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের।

ভারতে প্রথম মধ্য এশিয়া থেকে আগত মোগলদের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মাধ্যমে। আর অষ্টাদশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মোগলদের শাসন অব্যাহত থাকে ব্রিটিশরা ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত।

ইউরোপীয়রা আফ্রিকানদের ধরে নিয়ে ক্রীতদাস ব্যবসা শুরু করে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে। এই সময় থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত তারা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ আফ্রিকানকে ধরে এনে ক্রীতদাস বানায় এবং আটলান্টিকের অপর প্রান্তে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করে। এ সময় আরবীয়রাও কয়েক লাখ ক্রীতদাস কেনে তাদের কাছ থেকে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০০ সালে। ১৬০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর মাধ্যমে প্রথম ইউরোপীয় বিশ্ববাণিজ্য শুরু হয় সংগঠিতভাবে এবং ক্রমান্বয়ে এশিয়ায় শুরু হয় ইউরোপীয় শাসন।

জাপান এই সময় অর্থাৎ ১৬৩৯ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত নিজেকে সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। একই সঙ্গে তারা পশ্চিমা বিশ্বের টেকনোলজিকে আয়ত্ত করে নেয়।

১৬৮২ সাল থেকে ১৭২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে পিটার দ্য গ্রেট রাশিয়াকে আধুনিকীকরণ করার প্রয়াস নেন। পুনরায় এই প্রয়াস নেন যোশেফ স্টালিন ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। আর নিউটন তাঁর বিখ্যাত গতির সূত্রসমূহের সূত্রায়ন করে "প্রিন্সিপিয়া" নামের গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৬৮৭ সালে। ড়ারউইন তাঁর "অরিজিন অব স্পেসিস" প্রকাশ করেন ১৮৫৯ সালে এবং আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সূত্র প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে। এই ত্রয়ীর সূত্রসমূহ সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়।

১৭৩৩ সালে জন কে'র উড়ন্ত শাটল ও ১৭৬৯ সালে রিচার্ড আর্করাইটের স্পিনিং মেশিন বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব আনে। আর ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। এই ইঞ্জিনের মধ্য দিয়েই চালু হয় মেশিন, জাহাজ ও ট্রেন। সারা বিশ্বের অর্থনীতি ও সমাজে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে ব্রিটেনের অধীনতা থেকে। ঘোষণা করে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা। কিন্তু তারপরও ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত দাসপ্রথা চালু থাকে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্স রাজবংশের শাসনের অবলুপ্তি ঘটায় এবং "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করে। ১৮০৪ সালে শাসক হিসাবে নেপোলিয়ানকে অভিষিক্ত করে। ১৮৪৮ সালে ইউরোপ এক বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই সময়ই প্রকাশিত হয় কার্ল মার্কসের যুগান্তকারী রচনা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশে প্রথম তেলকূপ খনন করে ১৮৫৯ সালে। আর মধ্যপ্রাচ্যে তেলের সন্ধান মেলে ও তেলকূপ খনন করা হয় প্রথম ১৯০৮ সালে।

১৮৬০ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি দাসপ্রথা চালু রাখা রাজ্য নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ১৮৬৫ সালে তারা পরাজিত হয়। রাশিয়ার জার ১৮৬১ সালে রাশিয়া থেকে দাসপ্রথা রহিত করেন। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি জারদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমগ্র ইউরোপে জাতি রাষ্ট্র গঠনের জোয়ার বয়ে যায়। ১৮৬১ সালে ঐক্যবদ্ধ হয় ইতালি এবং ১৮৭১ সালে ঐক্যবদ্ধ হয় জার্মানি। এর পর শুরু হয় ইউরোপব্যাপী যুদ্ধ।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় উদ্ভাবনের স্বর্ণযুগ। ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন বেল, ১৮৭৯ সালে টমাস আলভা এডিসন উদ্ভাবন করেন বৈদ্যুতিক বাতি, ১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উদ্ভাবন করেন উড়োজাহাজ, ১৯০৮ সালে যাত্রা শুরু হয় হেনরি ফোর্ডের মোটর কারের, ১৯৪৬ সালে যাত্রা শুরু হয় কম্পিউটারের এবং ১৯৪৭ সালে উদ্ভাবিত হয় প্রথম ট্রানজিস্টর। এ সবই তৈরি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

চীনে সম্রাট বা রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে ১৯১২ সালে। ক্ষমতায় আসে জাতীয়তাবাদীরা। ১৯৪৯ সালে মাও জে দং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে।

এই সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা একদিকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনে অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের উল্লম্ফন সৃষ্টি করে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ এবং ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অবসানের সূত্রপাত ঘটে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একই সঙ্গে বিশ্ব বিভক্ত হয় দু'টি ব্লকে। এক. পুঁজিবাদী ব্লক– নেতৃত্বে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুই. সমাজতান্ত্রিক ব্লক– নেতৃত্বে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন। শুরু হয় বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা যুদ্ধের। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে এই ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটে। সৃষ্টি হয় এককেন্দ্রিক বিশ্বের।

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ করে। ১৯৬৯ সালে মহাশূন্য যানে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাঁদে প্রথম মানুষ প্রেরণ করে। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে এই প্রথম মানুষের পদচারণার ঘটনা ঘটে।